



GILLETTE: আমার প্রেসিডেন্ট

GILLETTE AUDIO — পেপে — GILLETTENARRATIVE.COM

প্রেসিডেন্ট বসে ছিলেন না। ডুবে যাচ্ছিলেন। কথা বলছিলেন না, দেখছিলেন না, হুকুম দিচ্ছিলেন না। কোনোমতে শ্বাস নিচ্ছিলেন। সেই রকম একটা দিন, যখন সবচেয়ে বড় মানুষদেরও মনে হয় ঠান্ডায় বাইরে ফেলে রাখা শিশু।

আমি দূর থেকে তাঁকে দেখতে পেলাম, আর একটা প্রণয়-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলাম — দুই বাস্কবী। তারা এসে দাঁড়াল তাঁর পাশে, নিঃশব্দে। সাজ নেই, উসকানি নেই। শ্রেফ উপস্থিত। যেন কেউ তাদের ওখানে রেখে গেছে এমন এক শূন্যতা ভরাতে, যা ভরতে চাইছিল না।

পাথর তোলা মানুষের মতো কষ্ট করে তিনি চোখ তুললেন, আমার দিকে তাকালেন, আর গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করলেন: ওরা কারা, নান্দো? আমি উত্তর না দিয়ে হাসলাম। তিনি চেপে ধরলেন:

— “নান্দো... তোমার কী মনে হয়... ওরা কি বেশ্যা?”

তাঁর গলা ভাঙা। বিদ্রূপ নেই, বিদ্বেষ নেই। শুধু ভয়। এমন এক মানুষ হয়ে যাওয়ার ভয়, যাকে শুধু একা লাগাটুকু থামাতে কাউকে পয়সা দিতে হয়।

জীবনে কখনো কোনো নারীর জন্য তিনি পয়সা দেননি — তবে তাদের জন্য প্রায়ই পকেট খালি করেছেন। প্রথম পকেট: নোটের মোটা একটা বান্ডিল, ক্ষমতা বোঝাতে। বাকিগুলো: খুচরো পয়সা, যেন বলছেন, আমি ততটুকুই খরচ করি, যতটুকু নিজে ঠিক করি।

আমি কাছে এগিয়ে গেলাম, ধীরে, কিনারায় দাঁড়ানো কারও দিকে যেভাবে এগোতে হয়।

— “না, প্রেসিডেন্ট। ওরা বেশ্যা নয়।”

তিনি ঢোক গিললেন, যেন রায়ের অপেক্ষায়।

— “তাহলে ওরা কী?”

— “ওরা বদলি, প্রেসিডেন্ট।”

নীরবতা। প্রথমে তিনি বুঝলেন না। তারপর মানেটা এসে পৌঁছল।

— “বদলি... কীসের?”

— “সেই সবকিছুর, যা আপনি আর একা একা অনুভব করতে পারেন না।”

দুই নারী আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, কিন্তু চোখ নামায়নি। তারা নেয় — সবসময় — কিন্তু কখনো চায় না।

তারা ওখানে প্রলুদ্ধ করতে আসেনি। তারা উপস্থিত ছিল একটা কৃষ্ণগহ্বর ভরাতে।

প্রেসিডেন্ট শ্বাস টানলেন, ধীরে। এক ফোঁটা অশ্রু — মাত্র একটাই — বারে পড়ল নিঃশব্দে।

— “নান্দো... আমি পড়ে যাচ্ছি।”

— “জানি, প্রেসিডেন্ট। কিন্তু আজ নয়।”

আর এক সেকেন্ডের জন্য, সেই মুহূর্তে, তিনি আবার নিজে হয়ে উঠলেন। ভূমিকাটা নয়। প্রতীকটা নয়। মানুষটা।

আমার প্রেসিডেন্টের মানুষটা।

হ্যালো, পেপ্পে